Paper:	BENGALI
Set Name:	SET 08
Exam Date:	11 Sep 2022
Exam Shift:	1
Langauge:	Bengali

CUET UG

Previous Year Paper
Bengali
11 Sept, 2022 Shift 1

Section:	BENGALI
Item No:	1
Question ID:	**196031**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্ববপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	মানুষের রক্তে Rh- উপাদানটি বর্তমান থাকে
A:	রক্তরসে
B:	শ্বেতরক্ত কণিকায়
C:	লোহিত কণিকায়
D:	অনুচক্রিকায়

Section:	BENGALI
Item No:	2
Question ID:	**196032**
Question Type:	MCQ
	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE

Passage:	সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্বপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	কত শতাংশ ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শরীরে Rh- উপাদানটি থাকে?
A:	85%
B:	90%
C:	95%
D:	70%

Section:	BENGALI
Item No:	3
Question ID:	**196033**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্বপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	অ্যান্টিজেনের অপর নাম হল
A:	রক্তপস
B:	অ্যাগ্লুটিনোজেন
C:	অ্যাগ্লুটিনিন
D:	লোহিত কণিকা

Section:	BENGALI
Item No:	4

Question ID:	**196034**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্ভবপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	Rh- উপাদানটি কটি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি?
A:	3
B:	4
C:	5
D:	4

Section:	BENGALI
Item No:	5
Question ID:	**196035**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্ভবপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি

	করে না।
Question:	প্রতিটি ধনাত্মক Rh (Rh+) এ উপস্থিত থাকে
A:	C
B:	E
C:	D
D:	E এবং D উভয়েই

Section:	BENGALI
Item No:	6
Question ID:	**196036**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্ভবপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	প্রতিটি Rh- ঋণাত্মক রক্তে উপস্থিত থাকে
A:	c, d এবং e অ্যাগ্লুটিনোজেন
B:	c, d এবং D অ্যাগ্লুটিনোজেন
C:	C, d এবং e অ্যাগ্লুটিনোজেন
D:	C, D এবং E অ্যাগ্লুটিনোজেন

Section:	BENGALI
Item No:	7
Question ID:	**196037**
Question Type:	MCQ
	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস

Passage:	কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্ভবপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পুর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	Rh- উপাদানটি কোন্ প্রাণীর দেহে প্রথম আবিষ্কৃত হয়?
A:	মানুষ
B:	পায়রা
C:	কুকুর
D:	ভারতীয় রেসাস বানর

Section:	BENGALI
Item No:	8
Question ID:	**196038**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্ভবপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পুর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	আমেরিকা, ইউরোপের সাদা চর্ম বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কত শতাংশ Rh-ধনাত্মক (Rh+)?
A:	20%
B:	85%
C:	95%
D:	100%

Section:	BENGALI

Item No:	9
Question ID:	**196039**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্ববপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি (incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তিৎ দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	নীচে দুটি উক্তি দেওয়া হল। উক্তি I: মানুষের Rh- উপাদানটি মোট ছয়টি অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি। এদের তিনটি যথা C, c; D, d এবং E, e । উক্তি II: মানুষের লোহিত কণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান এবং প্রতি জোড়ার দুটি উপাদান একসঙ্গে থাকতেও দেখা যায় উপরের বিবরণ ও তদনুযায়ী দেওয়া উক্তি দুটি পাঠ করে উত্তর নির্বাচন করঃ
A:	উভয় উক্তিই সঠিক
B:	উভয় উক্তিই ভুল
C:	উক্তি I সঠিক তবে উক্তি II ভুল
D:	উক্তি I ভুল তবে উক্তি II সঠিক

Section:	BENGALI
Item No:	10
Question ID:	**1960310**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ Rh উপাদানটি ভারতীয় রেসাস (Rhesus) বানরের লোহিতকণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিতকণিকায় এই উপাদানের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। মানুষের রক্তের প্লাজমায় Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেন-এর অনুরূপ কোনো অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকার সাদা চর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় 85 জন এবং ভারতীয় ও শ্রীলংকার মানুষের শতকরা প্রায় 95 জনের লোহিতকণিকায় এই জাতীয় অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে। Rh উপাদানটি মোট ছয়টি সাধারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের তিনটি জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে, যথা- C, c; D, d এবং E, e। এর মধ্যে C, D এবং E-কে মেন্ডেলীয় প্রধান (Mendelian dominant) এবং c, d এবং e-কে মেন্ডেলীয় অপ্রধান (Mendelian recessive) বলা হয়। মানুষের লোহিতকণিকায় একত্রে তিনটি অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান থাকেস কিন্তু প্রতি জোড়াৎ দুটি উপাদান কখনও একসঙ্গে থাকে না। যেমন-CDE, CDe এবং CdE সংমিশ্রণগুলি সম্ভব, কিন্তু CcD এবং CDd আদৌ সম্ববপর নয়। Rh- অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের রক্তকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (i) Rh ধনাত্মক (Rh-positive = Rh+) এবং (ii) Rh ঋণাত্মক (Rh-)। যেসব Rh শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন (CDE) বর্তমান তাদের Rh- ধনাত্মক (Rh+) বলা হয়। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে ঋণাত্মক Rh-শ্রেণিতে শুধুমাত্র মেন্ডেলীয় অপ্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেনের (cde) উপস্থিতি লক্ষণীয়। ধনাত্মক Rh (দাতা) এবং ঋণাত্মক Rh (গ্রহীতা) এই দুই-এর বিক্রিয়ার ফলে অসংগতি

	(incompatibility) পরিলক্ষিত হয়। Rh- পজিটিভ রক্ত কোনো Rh- নেগেটিভ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করানো হলে 12 দিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh- বিরোধী পদার্থের (Anti Rh-factor) সৃষ্টি হয়। তাই দ্বিতীয়বার পূর্বোক্ত ব্যক্তির দেহে Rh- পজিটিভ রক্ত সঞ্চালন (Transfusion) করলে গ্রহীতার দেহে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। তাই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) পূর্বে Rh-উপাদানের সঠিক অস্তিত্ব নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই ধনাত্মক Rh- বিশিষ্ট ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, অবশ্য ঋণাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্ত ধনাত্মক Rh-বিশিষ্ট রক্তের কোনো ক্ষতি করে না।
Question:	Rh-পজিটিভ রক্ত কোনো Rh-নেগেটিভ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করালে কতদিনের মাথায় গ্রহীতার রক্তে Rh-বিরোধী পদার্থ সৃষ্টি হয়?
A:	100 দিনের মাথায়
B:	50 দিনের মাথায়
C:	24 দিনের মাথায়
D:	12 দিনের মাথায়

Section:	BENGALI
Item No:	11
Question ID:	**1960311**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজেন্মর কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হলো-
A:	অন্ন, অর্থ, বাসস্থান
B:	অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান
C:	অন্ন, পানীয়, অর্থ
D:	অন্ন, শিক্ষা, পানীয়

Section:	BENGALI
Item No:	12
Question ID:	**1960312**

Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	মানুষ বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে-
A:	মধ্যযুগ থেকে
B:	আধুনিক কালে
C:	প্রাচীন কাল থেকে
D:	কলিযুগে

Section:	BENGALI
Item No:	13
Question ID:	**1960313**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে

	না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের সামাজিক ও মানসিক চাহিদা পূরণের জন্যে প্রয়োজন-
A:	প্রকল্প নির্মাণ
B:	অর্থ
C:	খাদ্য
D:	শিক্ষা

Section:	BENGALI
Item No:	14
Question ID:	**1960314**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজেম্মর কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ শিক্ষালাভ করতো-
A:	প্রকৃতির কাছে
B:	ঈশ্বরের কাছে
C:	গুরুর কাছে
D:	শিক্ষকের কাছে

Section:	BENGALI
Item No:	15

Question ID:	**1960315**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজেন্মর কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	মানুষ প্রকৃতি থেকে যে শিক্ষালাভ করেছিল তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সৃষ্টি করেছিল-
A:	আশ্রম
B:	বাসস্থান
C:	বিদ্যালয়
D:	চেতনা

Section:	BENGALI
Item No:	16
Question ID:	**1960316**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজেন্মর কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে।

	অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	দেশের অগ্রগতি শামুকের গতিতে কারণ এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে
A:	মন্তব্যটি ঠিক কারণটি ভুল
B:	কারণটি ঠিক মন্তব্যটি ভুল
C:	মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল
D:	মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ঠিক

Section:	BENGALI
Item No:	17
Question ID:	**1960317**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজেন্মর কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারবে না যদি-
A:	সকল স্তরের মানুষগুলোর অর্থের উন্নতি না হয়
B:	পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনা যায়
C:	গরীব ছেলে-মেয়েদের কাছে পাঠ্য-পুস্তক না পৌঁছায়
D:	দরীদ্র মানুষগুলোর যদি খাবার জোগান না হয়

Section:	BENGALI

Item No:	18
Question ID:	**1960318**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজেন্মর কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	সর্বশিক্ষা লাভের জন্যে সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা বাধ্যতামূলক।
A:	উক্ত গদ্যাংশে প্রথম বাক্যটি অন্তর্ভুক্ত, পরেরটি নয়।
B:	উল্লেখিত গদ্যাংশে পরের বাক্যটি অন্তর্ভুক্ত, প্রথমটি নয়।
C:	উপরিউক্ত অংশটিতে দুটি বাক্যের একটিও নেই।
D:	গদ্যাংশটিতে দুটি বাক্যেরই উল্লেখ আছে।

Section:	BENGALI
Item No:	19
Question ID:	**1960319**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজেন্মর কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত

	মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের দেশের-
A:	প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়
B:	সকল শিশুই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত
C:	দরিদ্র শ্রেণীরা আজ আর অভুক্ত নয়
D:	বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে

Section:	BENGALI
Item No:	20
Question ID:	**1960320**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য চাই অন্ন বা খাদ্য। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া মানুষ কেন, কোনো জীবের পক্ষেই জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রধান শর্তই হলো খাদ্য ও পানীয়ের নিয়মিত জোগান। তারপরেই সবথেকে বড়ো প্রয়োজন বস্ত্র। বস্ত্রের পরেই মানুষের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসগৃহ। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বাসগৃহের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এই প্রয়োজনগুলি সবই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। এই তিনটি জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের আর একটি চাহিদা আছে তা হলো সামাজিক চাহিদা। এই মানসিক চাহিদা পূরণ করার জন্য চাই তার শিক্ষা। সভ্যতার আদিলগ্নে বাঁচার জন্য মানুষের যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে নিত। একসময় মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের প্রয়োজন বুঝে সমাজবদ্ধ জীবে উন্নীত হলো। ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের জৈবিক চাহিদা বেড়ে উঠলো, তার মানসিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রকৃতি থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা যা শিখলো তা লিপিবদ্ধ করলো। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সৃষ্টি করলো বিদ্যালয়। এইভাবে জাতির চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমাগত আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন হলো সমগ্র সমাজ জুড়ে। যুগে যুগে শিক্ষার ধরণ ও ব্যবস্থা বিবর্তিত হতে লাগলো। মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলো। কিন্তু শিক্ষার এই কাঠামো শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে পারে নি। এই শিক্ষা কাঠামোয় কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনা করার নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে শামুকের গতিতে অতি ধীরে। অনেক দেরী হলেও দেশ এটা বুঝেছে যে সবার পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে আলোর বৃত্তে না আনতে পারলে সভ্যতার বিকাশে সর্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু গরীব দেশের মতোই আমাদের দেশেও শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি বসবাস করে এই ভারতবর্ষে। তাদেরকে যতক্ষণ না আলোর বৃত্তে আনা যাবে ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নয়নের যজ্ঞও সফল হতে পারে না। এইজন্য সর্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সর্বশিক্ষা লাভের জন্য সংসদে আইন পাস হয়েছে। এই আইনের বলে 14 বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতেই হবে। বহু ক্ষেত্রে পথশিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক বিকাশের নানা আয়োজন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকল্পকে শিক্ষার জগতে স্থান দিয়ে, পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য- আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি – আমাদের দেশের একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় নি।
Question:	বঞ্চিত কথাটি পদ পরিবর্তন করলে হয়-
A:	বঞ্চ
B:	বাঞ্ছা
C:	উপকৃত
D:	বঞ্চনা

Section:	BENGALI
Item No:	21
Question ID:	**1960321**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙাঁরছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, কারণ- A. রংলালের বন্ধু এসেছিল B. কালাপাহাড় গোঁজ উঁপুড়ে ফেলেছে C. কুম্ভকর্ণ বাইরে চীৎকার করছিল D. নূতন মহিষটাকে কালাপাহাড় আঘাত করছিল E. যশোদা খাবার জন্য ডাকছিল নিম্নলিখিত পছন্দগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করোঃ
A:	শুধুমাত্র (B) এবং (D)
B:	শুধুমাত্র (A) এবং (C)
C:	শুধুমাত্র (C) এবং (D)
D:	শুধুমাত্র (A) এবং (E)

Section:	BENGALI
Item No:	22
Question ID:	**1960322**
Question Type:	MCQ
	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙাঁরছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে!

Passage:	উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	যশোদার মা বলিল, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। এখানে 'লারছে' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?
A:	কষ্ট হচ্ছে
B:	ভুলে গিয়েছে
C:	ভুলে আনিন্দত
D:	ভুলতে পারছে না

Section:	BENGALI
Item No:	23
Question ID:	**1960323**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	'রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিল।' রংলাল কোন কারণে মাথায় হাত দিয়ে বসিল?
A:	রাখাল কাজ করবে না বলেছে, সেইজন্য
B:	কালাপাহাড় শিং দিয়ে যশোদাকে মেরেছে
C:	নূতন মহিষকে কালাপাহাড় আঘাত করে শেষ অবস্থা করেছে
D:	আবার নূতন মহিষ কিনতে হবে, সেই চিন্তায়

Section:	BENGALI
Item No:	24
Question ID:	**1960324**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙাঁরছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	'রংলাল' কার নাম?
A:	মহিষের
B:	বলদের
C:	ব্যক্তির
D:	ছাগলের

Section:	BENGALI
Item No:	25
Question ID:	**1960325**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙাঁরছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

	আবার মারামারি করবে। ও ষোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	'জল-তেল-সিঁন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো'- কথাটি কে বলেছিল?
A:	যশোদা
B:	রংলাল
C:	যশোদার মা
D:	রাখাল

Section:	BENGALI
Item No:	26
Question ID:	**1960326**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও ষোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া কালাপাহাড় আছে নতুন মহিষকে আক্রমণ করেছিল, কারণ- A. কুম্ভকর্ণকে ভুলতে পারছে না B. তাকে জল-তেল-সিঁদুর-হলুদ দেয় নাই C. রাখাল ওকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছিল D. নতুন মহিষকে সে সহ্য করতে পারছে না E. সকাল থেকে তাকে কিছু খেতে দেয় নাই নিম্নলিখিত পছন্দগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করোঃ
A:	শুধুমাত্র (A) এবং (C)
B:	শুধুমাত্র (B) এবং (D)
C:	শুধুমাত্র (B) এবং (E)
D:	শুধুমাত্র (A) এবং (D)

Section:	BENGALI

Item No:	27
Question ID:	**1960327**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	কোনটি সরল বাক্য?
A:	এলে দেখবে
B:	যদি আসে তবে দেখবে
C:	আসবে, তারপর দেখবে
D:	যখন আসবে তখন দেখবে

Section:	BENGALI
Item No:	28
Question ID:	**1960328**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ

	সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	'আরেকটু খাও, না হলে খিদে পাবে'। বাক্যটির সরল রূপ কোনটি?
A:	আরেকটু না খেলে খিদে পাবে
B:	আরেকটু খাও তাহলে খিদে পাবেনা
C:	যদি আরেকটু না খাও, তাহলে খিদে পাবনা
D:	আরেকটু খাও নচেৎ খিদে পাবে

Section:	BENGALI
Item No:	29
Question ID:	**1960329**
Question Type:	MCQ
Passage:	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু! - তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙাঁরছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ?
A:	বরম + চ = বরঞ্চ
B:	ষট্ + দশ = ষোড়শ
C:	ইষ্ + ত = ইষ্ট
D:	অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ

Section:	BENGALI
Item No:	30
Question ID:	**1960330**
Question Type:	MCQ
	নীচের বিবরণটি পাঠ করে তদনুযায়ী প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব। কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে। - মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু!

Passage:	- তা বটে। রংলাল [illegible] পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠো ওঠো, চলো, জল-তেল-সিন্দুর-হলুদ নিয়ে চলো। ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়লমাশায়, শিগগি্ এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে! - সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে! রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উঁপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙাঁরছে! এতক্ষণ হয় ত মেরেই ফেলালে! রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নতুন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নতুনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে। রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া ওঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোন দিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে! রংলাল বলিল, যাঃ ফোঁস ফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই চল দেখি – দেখি!
Question:	নীচের স্তম্ভ দুটির সমার্থক শব্দ মিলিয়ে সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ
A:	(A) – (I), (B) – (II), (C) – (IV), (D) – (III)
B:	(A) – (III), (B) – (I), (C) – (IV), (D) – (II)
C:	(A) – (III), (B) – (I), (C) – (II), (D) – (IV)
D:	(A) – (I), (B) – (III), (C) – (II), (D) – (IV)

স্তম্ভ – I		স্তম্ভ – II	
A.	খগোল	I.	আগুন
B.	পাবক	II.	উড়ুপ
C.	অঁজিষ্ণু	III.	আকাশ
D.	শশী	IV.	সূর্য

নিম্নলিখিত পছন্দগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করোঃ

Section:	BENGALI
Item No:	31
Question ID:	**1960331**
Question Type:	MCQ
Question:	কোনটি খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি?
A:	চান্দিক
B:	দিগম্বর
C:	সংসার
D:	তৎপর

Section:	BENGALI
Item No:	32
Question ID:	**1960332**
Question Type:	MCQ
Question:	‘গিরিশ’ করে ‘গিরীশ’ করে কন্যা সম্প্রদান এখানে ‘গিরিশ’ ও ‘গিরীশ’ শব্দ দুটিতে কোন অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে?
A:	অনুপ্রাস

B:	উপমা
C:	যমক
D:	শ্লেষ

Section:	BENGALI
Item No:	33
Question ID:	**1960333**
Question Type:	MCQ
Question:	"জীবে দয়া তব পরম ধর্ম জীবে দয়া তব কই?" 'জীবে' শব্দটি দুইবার ব্যবহার কোন অলঙ্কারের উদাহরণ
A:	অনুপ্রাস
B:	যমক
C:	শ্লেষ
D:	উপমা

Section:	BENGALI
Item No:	34
Question ID:	**1960334**
Question Type:	MCQ
Question:	স্তম্ভ – I ও স্তম্ভ – I I মেলাওঃ

	স্তম্ভ – I		**স্তম্ভ – II**
A.	ইচ্ছা	I.	অম্বর
B.	ঈশ্বর	II.	বিভাবসু
C.	আকাশ	III.	অভিলাষ
D.	অগ্নি	IV.	বিধাতা

নিম্নলিখিত পছন্দগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করোঃ:

A:	(A) – (II), (B) – (III), (C) – (IV), (D) – (I)
B:	(A) – (III), (B) – (IV), (C) – (I), (D) – (II)
C:	(A) – (I), (B) – (II), (C) – (III), (D) – (IV)
D:	(A) – (IV), (B) – (I), (C) – (II), (D) – (IV)

Section:	BENGALI
Item No:	35
Question ID:	**1960335**
Question Type:	MCQ
Question:	"লজ্জাহীনের লজ্জা নাইকো" বাক্যটিতে 'লজ্জা' শব্দটি কোন প্রকার অলংকারের উদাহরণ?
A:	আদ্যানুপ্রাস
B:	মধ্য যমক
C:	আদ্য যমক
D:	মধ্যানুপ্রাস

Section:	BENGALI
Item No:	36

Question ID:	**1960336**
Question Type:	MCQ
Question:	‘আমরা’ শব্দটির ব্যাসবাক্য কি?
A:	আমি ও তুমি
B:	আমি ও সে
C:	আমি ও তোমরা
D:	তুমি, আমি ও সো

Section:	BENGALI
Item No:	37
Question ID:	**1960337**
Question Type:	MCQ
Question:	‘নয়ানজুলি’ কাকে বলে?
A:	রাস্তা নির্মাণের জন্য মাটি ফেলে উঁচু করা স্থান
B:	মাছ চাষের নিমিত্ত তৈরী ছোট গর্ত
C:	মাটি খনন করে চাষের জন্য তৈরী জমি
D:	রাস্তা নির্মাণের জন্য মাটি কাটায় পমিপার্শ্বস্থ খাত

Section:	BENGALI
Item No:	38
Question ID:	**1960338**
Question Type:	MCQ
Question:	‘নগ’ কথাটির অর্থ কি?
A:	যে গমন করে না
B:	জলময় স্থান
C:	বাতাসে বাসমান
D:	উদিত নহে এমন

Section:	BENGALI
Item No:	39
Question ID:	**1960339**
Question Type:	MCQ
Question:	নিচের কোন সমার্থক শব্দজোড়াটি সঠিক?
A:	জালিক – জনিকা
B:	কন্দল – অর্চা
C:	অনীক – আহব
D:	ক্ষণদা – আত্মজ

Section:	BENGALI
Item No:	40
Question ID:	**1960340**
Question Type:	MCQ

Question:	বিসর্গ সন্ধির সূত্রানুসারে ত্ বা থ্ পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে-
A:	স্ হয়
B:	শ্ হয়
C:	ষ্ হয়
D:	ড্ হয়

Section:	BENGALI
Item No:	41
Question ID:	**1960341**
Question Type:	MCQ
Question:	নিম্নোক্ত কোন পদটি অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ?
A:	ছাত্র দশা
B:	স্বপ্ন মধুর
C:	আত্মীয়স্বজন
D:	দুর্ভিক্ষ

Section:	BENGALI
Item No:	42
Question ID:	**1960342**
Question Type:	MCQ
Question:	সঠিক উত্তর নির্বাচন করে এক কথায় প্রকাশ করোঃ 'পাদ' দ্বারা পান করে যেঃ
A:	মধুর
B:	উরগ
C:	পিপাসা
D:	পাদপ

Section:	BENGALI
Item No:	43
Question ID:	**1960343**
Question Type:	MCQ
Question:	নিচে দেওয়া সঠিক সমার্থক শব্দ জোড় নির্বাচন করঃ
A:	প্রস্ – প্রসুতি
B:	ক্ষপা – জননী
C:	জীমূত – শর্বরী
D:	মাতা – সুত

Section:	BENGALI
Item No:	44
Question ID:	**1960344**
Question Type:	MCQ
Question:	'উন্নতি' কথাটির বিপরীত শব্দ-
A:	অনুত্তীর্ণ

B:	অনুদার
C:	অসাধু
D:	অবনতি

Section:	BENGALI
Item No:	45
Question ID:	**1960345**
Question Type:	MCQ
Question:	'অজস্র' কথাটির সমার্থক শব্দ-
A:	আচমকা
B:	মূর্খ
C:	অসীম
D:	আলসে

Section:	BENGALI
Item No:	46
Question ID:	**1960346**
Question Type:	MCQ
Question:	'কঠিন' কথাটির বিপরীত শব্দ-
A:	কঠোর
B:	কুটিল
C:	কোমল
D:	অচল

Section:	BENGALI
Item No:	47
Question ID:	**1960347**
Question Type:	MCQ
Question:	'উত্তম – মধ্যম' এই বাগধারাটির অর্থ-
A:	প্রহার
B:	বিহার
C:	উপহার
D:	অনাহার

Section:	BENGALI
Item No:	48
Question ID:	**1960348**
Question Type:	MCQ
Question:	'অন্ধের যষ্টি' কথাটির অর্থ-
A:	ভয়ানক শত্রুতা
B:	একমাত্র অবলম্বন
C:	অপদার্থ

D:	অসম্ভব বস্তু

Section:	BENGALI
Item No:	49
Question ID:	**1960349**
Question Type:	MCQ
Question:	'উলুবনে মুক্তো ছড়ানো' – প্রবাদটির অর্থ-
A:	আড়াল থেকে শোনা
B:	সহজে বিশ্বাস করা
C:	অলীক কল্পনা
D:	অপাত্রে দান

Section:	BENGALI
Item No:	50
Question ID:	**1960350**
Question Type:	MCQ
Question:	'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি ....।' এই বাক্যের শূন্যস্থানে বসা সঠিক শব্দটি হল-
A:	গরিয়সী
B:	গরীয়সী
C:	গরীয়সি
D:	গরিয়সি